একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

এসএমসি নিউজ

ইস্যু ৩৫, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২০

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিষয়ক অধিবেশনের আয়োজন করেছে রাজশাহী এরিয়া অফিস

এসএমসি ইএল-এর রাজশাহী এরিয়া অফিস সম্প্রতি জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি (বিপিএ), সারদা-এর মহিলা পুলিশদের জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে। সহকারী পুলিশ সুপারের ৩৭তম বিসিএস ব্যাচ এবং পুলিশের উপ-পরিদর্শকের ৩৮তম ব্যাচের অধীনে মোট ১০০ জন মহিলা পুলিশ এই অধিবেশনটিতে অংশ নিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এবং অধ্যক্ষ্য, বিপিএ, জনাব খন্দকার গোলাম ফারুক, বিপিএম (বার), পিপিএম। জনাব মোঃ মোকলেসুর রহমান, অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক (পাঠ্যক্রম) চেয়ারপার্সন হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ডাঃ নাসিম আক্তার এরিনা, উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজশাহী, অতিথি হিসেবে তার বক্তব্যে মহিলাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন ও অনুশীলনের দিক নির্দেশনা দেন। এসএমসি ইএল-এর নর্থ-সাউথ রিজিয়নের প্রধান জনাব কাজী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ এসএমসি'র ভিশন, মিশন এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম সম্বন্ধে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

মিস ফাতেমা ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বিপিএ; জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র টেরিটরি সেলস অফিসার, রাজশাহী এবং সিনিয়র সেলস প্রমোশন অফিসার, জনাব তারেক মাহমুদ এবং সেলস ম্যানেজার, রাজশাহী, জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

"বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২০" স্মরণে 'মা সমাবেশ'

এসএমসি'র এমআইএসএইচডি প্রকল্পের আওতাধীন কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কর্মসূচীর ইমপ্লিমেন্টিং পার্টনার 'সীমান্তিক' ২০২০ সালের আগস্ট মাসব্যাপী "বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২০" (আগস্ট'২০-এর প্রথম সপ্তাহ)-এর স্মরণে 'মা সমাবেশ' এর আয়োজন করে। সিলেট বিভাগের অধীনে বিভিন্ন উপজেলায় মোট ১৪৬টি অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় ১,৫৬০ জন মা'দের (যাদের ৫ বছরের কম বয়সী শিশু রয়েছে) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস গড়ে তোলা, ৬ মাস পূর্ণ হবার পর শিশুকে পরিপূরক খাবার খাওয়ানো, মাইক্রোনিউটিধয়েন্ট পাউডার-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচার এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রকল্প কর্মকর্তা এবং গোল্ড স্টার মেম্বারদের সহায়তায় অনুষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয় যেখানে ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার 'মনিমিক্স' এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পণ্যের প্রচারের জন্য উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মনিমিক্স ব্র্যান্ডেড উপহার সামগ্রী (বাটি এবং চামচ) বিতরণ করা হয়।

প্রিমিয়াম পিল ব্র্যান্ড 'স্মার্টপিল' এবং 'স্মার্টপিল লাইট' এখন বাজারে

এসএমসি ইএল তার পণ্যের সমাহার আরো বৃদ্ধি করতে সম্প্রতি 'স্মার্টপিল' এবং 'স্মার্টপিল লাইট' নামের দুটি চতুর্থ প্রজন্মের নিয়মিত জন্মবিরতিকরণ পিল বাজারে এনেছে। এটি কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ (সিওসি) পিলসমূহের মধ্যে সর্বাধুনিক যাতে ড্রসপিরেনোন এবং ইথিনাইলেস্ট্রাডিওল আছে। নারী স্বাস্থ্যের হরমোনের সংবেদনশীলতা এবং বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে এই প্রিমিয়াম পিল দুটি ভিন্ন ডোজে বাজারজাত করা হয়েছে। একটি হলো 'স্মার্টপিল' যেখানে ২১টি হরমোন পিল আছে এবং অন্যটি হলো 'স্মার্টপিল লাইট' যেখানে ২৪টি হরমোন পিল আছে। নতুন কম্বিনেশনের এই ওসিপি'র কার্যকারিতা অধিক, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে কম এবং অন্যান্য সমস্যা যেমন ব্রণ, ওজন বৃদ্ধি, চুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং রক্তাস্বল্পতার সম্ভাবনাও ন্যুনতম।

এসএমসি ইএল-এর পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান, জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে নভেম্বর ১২, ২০২০ তারিখে একটি ভার্চুয়াল সেশনের মাধ্যমে পণ্যটি বাজারজাতকরনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। এসএমসি ইএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব আবদুল হক এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এই সেশনে উপস্থিত ছিলেন। "দি স্মার্ট চয়েস ফর স্মার্ট ওমেন" স্লোগানের এই ব্র্যান্ডটিকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে এর লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো হচ্ছে। অনন্য বৈশিষ্ট্যের এই ব্র্যান্ডটি বাজারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে তার অবস্থান সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ব্লু-স্টার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এসএমসি চেয়ারম্যান

বিগত ১৯-২০ অক্টোবর, ২০২০ কক্সবাজারে তিনদিন ব্যাপী ব্লু-স্টার সাধারণ প্রশিক্ষণ (বেসিক ট্রেনিং) কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসএমসি'র পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। মাননীয় চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে গত দুই দশক ধরে এসএমসি'র স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্লু-স্টার প্রোভাইডারদের (বিএসপি) অবদানের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার, মা ও শিশুর পুষ্টি, যক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান এবং চীফ অব প্রোগ্রাম অপারেশনস (সিপিও) জনাব তছলিম উদ্দিন খান উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং নতুন যোগদানকৃত ব্লু-স্টার প্রোভাইডারদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। সিপিও অধিবেশনটি উপস্থাপনা করেন এবং এই বেসিক ট্রেনিং-এর বিষয়াদি যেমন পরিবার পরিকল্পনায় ইনজেকশনযোগ্য গর্ভনিরোধক, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার মনিমিক্স, গ্রোথ মনিটরিং প্রোগ্রাম, মাতৃ, নবজাতক এবং শিশু স্বাস্থ্য (এমএনসিএইচ), যক্ষা (টিবি)-এর জন্য রেফারেল সেবা, লং অ্যাক্টিং রিভার্সিবল কনট্রসেপটিভস (এলএআরসি) ইত্যাদির উপর বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে এসএমসি প্রোগ্রাম বিভাগের প্রশিক্ষণ দলটি ডব্লিউএইচও এবং আইইডিসিআর এর নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণ করে সীমিত সংখ্যক অংশগ্রহণকারী (১৩ জন নতুন বিএসপি) নিয়ে অধিবেশনটির আয়োজন করেছে। মাননীয় চেয়ারম্যান এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেন যা চলমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নতুন প্রোভাইডারদের প্রশিক্ষণ সম্পাদন করতে সক্ষম করেছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমসি ম্যানেজমেন্ট সারাদেশে মোট ১২,০০ জন নতুন প্রোভাইডারদের ব্লু-স্টার বেসিক ট্রেনিং প্রদানের পরিকল্পনা করেছে। এসএমসি'র ব্লু-স্টার প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য হলো বেসরকারী পর্যায়ে কমিউনিটি স্তরের নন-গ্র্যাজুয়েট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে জনগণের জন্য মানসম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পরিষেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম করে তোলা।

'এসএমসি পিউরিফাইড ড্রিংকিং ওয়াটার' এখন চট্টগ্রামের পর্যটন হোটেল সৈকতে

এসএমসি ইএল-এর চট্টগ্রাম এরিয়া অফিস পর্যটন হোটেল সৈকতে ৬,০০০ খাবার পানির বোতল বিক্রির মাধ্যমে "এসএমসি পিউরিফাইড ড্রিংকিং ওয়াটার" পণ্যের প্রচারকে বিস্তৃত করেছে। হোটেলটি চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের পাশে অবস্থিত যা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর আওতায় পরিচালনাধীন।

নভেম্বর ৮, ২০২০ তারিখে হোটেল সৈকত প্রাঙ্গনে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পণ্যসমূহ হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। হোটেল ম্যানেজার, জনাব মোঃ সরোয়ার উদ্দিন এবং এসএমসি ইএল-এর সেলস ম্যানেজার, জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, চট্টগ্রাম এরিয়া অফিসের সিনিয়র সেলস প্রমোশন অফিসার, জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন খান এবং বিক্রয় প্রতিনিধি জনাব মাহিন উদ্দিন এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন যারা এই সফল অধ্যায়ের মূল পরিচালক।

মানসম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে হোটেল কর্তৃপক্ষ "এসএমসি পিউরিফাইড ড্রিংকিং ওয়াটার" এর প্রশংসা করেন। এরিয়া অফিসের বিক্রয় প্রতিনিধিগণ বিশুদ্ধ খাবার পানির পাশাপাশি হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে এসএমসি'র 'টেস্ট মি' এবং 'জার্ম কিল' ব্র্যান্ড দুটির প্রচার করেন। হোটেল সৈকতে খাবার পানি সরবরাহের জন্য জনাব সরোয়ার এসএমসি ইএলকে ধন্যবাদ জানান এবং ওয়েলকাম ড্রিংক হিসেবে এসএমসি'র 'টেস্ট মি' গ্রহণের ব্যাপারে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিপিসি বাংলাদেশ রেলওয়ে (বিআর) সহ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করে থাকে। আমাদের সেলস টিমের এমন সক্রিয় প্রচেষ্টা সম্পর্কের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং বাজারে পণ্যের ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সহযোগিতা করবে।

আন্তর্জাতিক এনজিও'র সাথে পার্টনারশিপ কার্যক্রমে চট্টগ্রাম এরিয়া অফিস

এসএমসি ইএল-এর চট্টগ্রাম এরিয়া অফিস আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রাইজ (আইডিই)-এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে ইউনিসেফের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তায় আগস্ট ২০২০ থেকে কক্সবাজার জেলায় জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রচার করছে। মাসিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আইডিই প্রায় ৭,০০০ প্যাকেট জয়া কিনবে, যা মহিলা বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার ছয়টি উপজেলায় (কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, উখিয়া, চকোরিয়া, মহেশখালী ও পেকুয়া) ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবে। এই বিতরণ কার্যক্রম পরবর্তী দুই বছর অব্যাহত থাকবে। এই কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে আইডিই মোট ৭০ জন মহিলা বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছে এবং এসএমসি'র কারিগরি সহায়তায় দুটি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে যা ২০২০ সালের আগস্ট মাসে কক্সবাজার সদর ও চকোরিয়া উপজেলায় সম্পন্ন হয়েছে। এসএমসি'র প্রশিক্ষণ প্রদানকারীগণ বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে "ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন" এবং 'জয়া' স্যানিটারি ন্যাপকিনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন। আইডিই'র বিক্রয় প্রতিনিধিরা স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করার মাধ্যমে উক্ত অধিবেশনগুলো সফলতা পেয়েছে। প্রায় ২০জন স্থানীয় মহিলা উদ্যোক্তা তাদের নিজস্ব ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্মের (বিউটি পার্লার, টেইলারিং শপ, বুটিক শপ ইত্যাদি) মাধ্যমে জয়া প্রচার করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অধিবেশনগুলোতে অংশ নেন। জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, সেলস ম্যানেজার, চট্টগ্রাম; জনাব ধীমান ভৌমিক, সিনিয়র সেলস প্রমোশন অফিসার এবং আইডিই'র কর্মকর্তাগণ এই অধিবেশনগুলোতে উপস্থিত ছিলেন।

কোভিড-১৯ সংকটকালে এসএমসি পিঙ্ক স্টার ডাক্তারদের এলএআরসি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত

মহামারীর এই বর্তমান পরিস্থিতিতেও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ সময়কালে এসএমসি তার পিঙ্ক স্টার ডাক্তারদের লং অ্যাক্টিং রিভার্সিবল কনট্রসেপটিভস (এলএআরসি) বিষয়ে দক্ষতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পিঙ্ক স্টার হলো এসএমসি'র একটি স্বাস্থ্য নেটওয়ার্ক, যেখানে গ্র্যাজুয়েট ডাক্তারগণ (বেশিরভাগ ওবিজিওয়াইএন), যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নিয়োজিত আছেন তাদের মাধ্যমে এলএআরসি পরিষেবা প্রদান করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে এসএমসি, ইউএসএআইডি-এর সহায়তায় প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার যাদের প্রাইভেট চেম্বারসহ অন্যান্য সুবিধাদি রয়েছে তাদের মাধ্যমে আইইউডি, ইমপ্ল্যান্ট এবং ইনজেকটেবলস-এর গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এলএআরসি সেবা প্রদান করে আসছে।

এই মহামারী চলাকালীন এসএমসি মোট ১২টি প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করেছে এবং পিঙ্ক স্টার নেটওয়ার্কের ৬২ জন সেবাপ্রদানকারীদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ সেশন সীমিত সংখ্যক অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ দলটি অংশগ্রহণকারীদের কোভিড-১৯ সতর্কতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করে এবং ডব্লিউএইচও ও আইইডিসিআর-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করে হাত ধোয়া/স্যানিটাইজিং, মাস্ক পরা ও শারীরিক দূরত্বের মতো প্রয়োজনীয় সকল স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। সেশনগুলোর সফল সমাপ্তির পরে এসএমসি'র হেড অব ট্রেনিং এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি, ডাঃ সালাহ উদ্দিন আহমেদ তার প্রশিক্ষণ দলের সদস্যদের প্রশংসা করেন এবং এলএআরসি পরিষেবা সরবরাহের জন্য পিঙ্ক স্টার ডাক্তারদের আন্তরিকতা ও আগ্রহকে উৎসাহিত করেন।

এমআইএসএইচডি-এর আওতাধীণ কমিউনিটি মোবিলাইজেশন পার্টনার গ্রামীণ হাটে কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন করেছে

এসএমসি'র বৃহত্তম প্রকল্প, মার্কেটিং ইনোভেশনস ফর সাসটেইনেবল হেলথ ডেভেলপমেন্ট (এমআইএসএইচডি)-এর আওতাধীন কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কর্মসূচীর ইমপ্লিমেন্টিং পার্টনার 'সীমান্তিক', কোভিড-১৯ মহামারী সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের লক্ষ্যে গ্রামীণ হাটে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের কাছে করোনাকালীন স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচার করা হয়েছে। সীমান্তিক পাঁচ জেলার (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া) পাঁচটি উপজেলায় মোট ২০টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের অংশ হিসাবে, তারা সোশ্যাল বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন (এসবিসিসি)-এর উপকরণ বহনকারী একটি প্রচারনামূলক গাড়ির আয়োজন করেন যা কোভিড-১৯ সর্ম্পকিত সচেতনতামূলক বার্তায় সুসজ্জিত ছিল। গ্রামীণ হাটে প্রচারনামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী তাঁবু তৈরি করা হয়। রেকর্ডেড ভয়েস মেসেজ ব্যবহার করে দুজন শিল্পী অভিনয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সকলের সামনে উপস্থাপন করেন যার মধ্যে রয়েছে মাস্ক পরা, গ্লাভস ব্যবহার, ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলো গ্রহণ করা এবং ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ধরণের লিফলেট বিতরণ করেন এবং করোনাকালীন সময়ে এসএমসি'র উপকারী পণ্যসমূহ (মনিমিক্স, এসএমসি জিঙ্ক, ইজি ক্লিন, জার্ম কিল এবং টেস্ট মি) ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি আয়োজিত হাত ধোয়া কর্মসূচীতে কমিউনিটির ১,৮৬০ জন অংশ নেন যেখানে এসএমসি'র কাগজের সাবান "ইজি ক্লিন" ব্যবহার ও প্রচার করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং খাদ্য পরিদর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। এসএমসি'র কাগজের সাবান "ইজি ক্লিন" ব্যবহার করে তারা হাত ধোয়া কর্মসূচীতেও অংশ নেন। সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং কমিউনিটিতে এই জাতীয় আরও কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুরোধ জানান।

এসএমসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নতুন অটোমেশন

A snapshot of SMC e-DMS

করোনা মহামারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রয়োগকে বিশেষভাবে তরান্বিত করেছে। অটোমেশন এবং ডিজিটালাইজেশন ইন্ডাস্ট্রিকে এই বছরের অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং স্থিতিশীলতা থেকে উত্তরণের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে এসএমসি এবং এসএমসি ইএল প্রযুক্তি ও ওয়েব-ভিত্তিক অত্যাধুনিক সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করছে। অগ্রগতির অংশ হিসাবে, আমাদের এমআইএস এবং আইটি বিভাগ সম্প্রতি কোম্পানীর বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় আরও কয়েকটি অটোমেটেড সিস্টেম চালু করেছে। এই উদ্ভাবনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো অটোমেটেড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেখানে বিদ্যমান ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম (ডিএসএস) একটি কাগজবিহীন প্রক্রিয়ায় রুপান্তরিত হয়েছে। এই নতুন সংস্করণটি এসএমসিতে হাই-টেক সিস্টেম প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল।

এছাড়াও এমআইএস এবং আইটি বিভাগ একটি নতুন ইলেক্ট্রনিক ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইডিএমএস) চালু করেছে যা ডিস্ট্রিবিউশন বিক্রয় কার্যক্রম (কনজ্যুমার সেলস এর দ্বিতীয় অংশ) পরিচালনার ক্ষেত্রে আরেকটি বৃহৎ উদ্যোগ। প্রায় ৪০০ বিক্রয় প্রতিনিধি তাদের অফিসিয়াল স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক বিক্রয় অর্ডার তৈরি করতে ইডিএমএস ব্যবহার করছে। দ্রুত অর্ডার নিশ্চিত করতে ডেলিভারি স্লিপ (চালান) প্রিন্টের জন্য সারাদেশে ডিস্ট্রিবিউশন এলাকাগুলোতে মোট ২৭৩টি পয়েন্ট অব সার্ভিস (পিওএস) প্রিন্টার বিতরণ করা হয়েছে। ইডিএমএস সিস্টেমটি বিদ্যমান ওয়েব-ভিত্তিক বিক্রয় (ই-সেলস) এবং ইনভেন্টরি সিস্টেমের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সেলস প্রতিনিধিদের সাথে যথাযথ যোগাযোগ রক্ষার্থে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ইডিএমএস ওরিয়েন্টেশন সেশনগুলি ইতিমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

একটি যথাযোগ্য ডিজিটাল আর্কাইভিং সিস্টেম কোম্পানীকে মূল্যবান তথ্য সংরক্ষণে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খুব সহজে খুঁজে পেতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এসএমসি'র এমআইএস এবং আইটি বিভাগ উভয় কোম্পানীর জন্য একটি ডিজিটাল আর্কাইভিং সিস্টেম চালু করেছে। এই আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদগুলোকে দীর্ঘমেয়াদে সুরক্ষিত রাখবে যেখানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য, ক্রিয়েটিভ ফাইল, কোম্পানীর নীতিমালা, ফরম এবং ম্যানুয়াল ইত্যাদি সুবিধাজনকভাবে সংরক্ষণ করা যাবে।

এসএমসি পণ্যের এভেইল্যাবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন

অক্টোবর ২০১৯ থেকে জানুয়ারী ২০২০ সময়কালীন এসএমসি সারাদেশের বিশেষত এসএমসি'র ব্লু-স্টার (বিএস) এবং গ্রীন স্টার (জিএস) আউটলেটসমূহে তার নিজস্ব ব্র্যান্ডসহ প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের পণ্যসমূহের প্রাপ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে পণ্য সহজলভ্যতার উপর একটি 'প্রোডাক্টস এভেইল্যাবিলিটি স্টাডি' সম্পন্ন করেছে। জরিপে ক্যাটেগরি অনুযায়ী ওরাল কনট্রসেপটিভ পিল (ওসিপি), কনডম, ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপ্টিভস, ইমার্জেন্সি কনট্রসেপটিভ পিল (ইসিপি), ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট (ওআরএস), মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট পাউডার (মনিমিক্স), এসএমসি জিঙ্ক, সেইফ ডেলিভারি কিট (এসডিকে) এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন ইত্যাদি পণ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করা হয়েছে এবং সেইসাথে এসএমসি'র ব্র্যান্ডসমূহের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের ক্ষেত্রে বিক্রেতাদের সন্তুষ্টি মূল্যায়ন করা হয়েছে। সমীক্ষায় মোট ১,৩৪৯টি আউটলেট অর্ন্তভূক্ত ছিল যার মধ্যে ৮৪৫টি ছিল ব্লু-স্টার (বিএস) আউটলেট এবং ৫০৪টি গ্রীন স্টার (জিএস) আউটলেট।

জরিপ নিরীখে, এসএমসি পণ্যসমূহের প্রাপ্যতা নিম্নলিখিত টেবিলে উপস্থাপন করা হলো:

পণ্যের সহজলভ্যতা	বিএস আউটলেটে প্রাপ্যতা	জিএস আউটলেটে প্রাপ্যতা
কমপক্ষে একটি এসএমসি ওসিপি ব্র্যান্ড	৯৭.৯%	৯৮.৮%
কমপক্ষে একটি এসএমসি ইনজেকটেবল ব্র্যান্ড	৯৯.৫%	৯৮.০%
কমপক্ষে একটি এসএমসি কনডম ব্র্যান্ড	৯৬.১%	৯৬.৮%
কমপক্ষে একটি এসএমসি স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্র্যান্ড	৯২.৩%	৯০.৯%
কমপক্ষে একটি এসএমসি জিঙ্ক ব্র্যান্ড	৯৩.১%	৮৮.৫%
কমপক্ষে একটি এসএমসি ইসিপি ব্র্যান্ড	৮৫.৪%	৮৫.৩%
ওআরসালাইন-এন সর্বাধিক সহজলভ্য ওআরএস ব্র্যান্ড	৯৮.৮%	৯৯.৪%
মনিমিক্স সর্বাধিক সহজলভ্য এমএনপি ব্র্যান্ড	৯৮.৯%	৯৮.৪%
সেফটি কিট সর্বাধিক সহজলভ্য এসডিকে ব্র্যান্ড	৭৪.৪%	৪৫.৬%

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী প্রায় ৯৩% বিক্রেতা (বিএস এবং জিএস উভয় আউটলেটসমূহ) এসএমসি পণ্য বিক্রি করে সন্তুষ্ট, যেখানে কেবল মাত্র কয়েকটি আউটলেটে স্টক-আউট পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। বিক্রয় পরবর্তীতে, বিক্রেতাগণ প্রধানত যে সকল উপায়ে পণ্য পুনরায় সরবরাহ করেন তা হলো কল করে সেলস অফিসারদের কাছ থেকে পণ্য ডেলিভারী নেন (৪২.২%), সংস্থার সেলস অফিসারদের জন্য অপেক্ষা করেন (২৭.৭%) এবং বাজার থেকে কিনে নেন (১৮.৬%)। গবেষণার তথ্যে আরও জানা যায় যে, বিএস এবং জিএস নেটওয়ার্কসমূহ এসএমসি'র পণ্য ও পরিষেবাদির চাহিদা বাড়াতে এবং এসএমসি'র ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য বিক্রয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বর্তমানে, এসএমসিতে ৮,০১৩ জন ব্লু-স্টার প্রোভাইডার এবং প্রায় ৪,৫০০ জন গ্রীণ স্টার সদস্য আছেন, যারা কমিউনিটি পর্যায়ের নন-গ্র্যাজুয়েট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং জনস্বাস্থ্যের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অঞ্চলসমূহের জনগণের মানসম্পন্ন সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজননস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, আউটলেটগুলোতে এসএমসি পণ্যসমূহের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্যতা সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে আরও জনস্বাস্থ্য পণ্য অন্বেষণ এবং প্রবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

প্রধান সম্পাদকঃ মোঃ আলী রেজা খান; **প্রকাশনা ও সার্কুলেশনঃ** কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট; **কৃতজ্ঞতাঃ** সকল বিভাগকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতার জন্য;
ঠিকানাঃ এসএমসি টাওয়ার, ৩৩ বনানী বা/এ, রোড-১৭, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ (+৮৮০২) ৯৮২১০৭৪-৮০, ৯৮২১০৯০, ৯৮২১০৯৩; **ওয়েবসাইটঃ** www.smc-bd.org